অফুরান অনাসৃষ্টি

অনুভূতিতে বিস্ময়, ভাবনায় নতুন কিছু করে দেখানোর অভিপ্রায়। কোচবিহার অনাসৃষ্টি এই নিয়ে দ্বিতীয় বছরে অরণ্যকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি, সবুজকে পাশে নিয়ে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। তাক লাগাল সবাইকে। লিখলেন **নীলাদ্রি বিশ্বাস**

অনিন্দ্যসুন্দর।। কোচবিহার শালবাগানে কোচবিহার অনাসৃষ্টির উৎসব।

এই কিছুদিন আগেই হয়ে গেল কোচবিহার অনাসৃষ্টির 'পাপেট অ্যান্ড থিয়েটার ফেস্টিভাল'। ইকো ফ্রেন্ডলি এই জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভালে পরিবেশিত হয় ছোট-বড় নানা স্বাদের নাটক ও পুতুলনাটক। উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উৎসব শুরু হয় ধুমপুর হাইস্কুলের ছাত্রীদের বৈরাতী নৃত্যের মাধ্যমে। এরপর মঞ্চে পরিবেশিত হয় আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত শিশু নাটক 'সবুজ স্বপ্ন, ধূসর পৃথিবী'। নাটকটির রচয়িতা ও নির্দেশনা রুমা দে'র। নাটকটির শেষে নাট্যকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত দর্শক সহ অতিথিরা অরণ্য বাঁচানোর শপথগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চের পাশে 'আমাদের আশপাশের পোকামাকড়' নামে কোচবিহার অনাসৃষ্টি অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপের সদস্য ও নামী ফোটোগ্রাফার শুভঙ্কর বর্ধনের ছবি প্রদর্শনী দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। প্রকৃতির কোলে ছবি আঁকতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর তুলিকর্মী। একে একে এরপর থেকে মঞ্চায়ন হয় ঋত্বিক, শিলিগুড়ি প্রযোজিত সৌমিত্র বসুর নাট্যরূপ সমৃদ্ধ, শুভঙ্কর গোস্বামীর নির্দেশনায় 'সম্পাদক'। কোচবিহার বর্ণনা প্রযোজিত, বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত এবং সুবিনয় দাসের নাট্যরূপে 'ভারতবর্ষ' ভালো লাগল। ধুমপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পুতুলনাটক 'এরই মধ্যে'-তে ছিল বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। এরপর মঞ্চায়ন হয় সুব্রত ঘটক নির্দেশিত, ভবানীপুর সপ্তপ্রদীপ সংস্কৃতি সোসাইটি নিবেদিত নাট্য 'দহনকাঁটা'। প্রকৃতির মঞ্চে আয়োজক সংস্থার পুতুলনাটক ভালো লাগে। প্রথম সন্ধ্যায় বিশিষ্ট নাট্যজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ নাট্য আলোচনার আসর।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চায়ন হয় কোচবিহার আইপিএ প্রযোজিত এবং চিরদীপা ও কৌটিল্য নির্দেশিত নাট্য 'এ কোন সময়'। এরপর থেকে মঞ্চায়ন হয় নারায়ণ সাহা নির্দেশিত, অনির্বাণ নাগ রচিত, থার্ড আই, দিনহাটা প্রযোজিত 'ভগবান'; এইচবিসিএস হাওড়া এবং মোয়ামারি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, কোচবিহার নিবেদিত পুতুলনাটক, দীপঙ্কর মণ্ডল নির্দেশিত হলদিবাড়ি কোলাজ প্রযোজিত নাট্য 'রেখা কাহিনী', বাক্যব্যয়, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদের প্রযোজনা, শুভ সরকার ও কৌস্তভ ঘোষ নির্দেশিত 'উপজ' এবং আয়োজক সংস্থা পরিবেশিত নতুন একাঙ্ক 'বলি'। নির্দেশনায় ছিলেন রুমা দে। খুব ভালো লাগে ছোট্ট জয়াদিত্যের একক অভিনয়।

উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার সঞ্জীবকুমার সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির কোচবিহারের সদস্য স্নেহাশিস চৌধুরী। দু'দিনের এই অনিন্দ্যসুন্দর উৎসব সকাল থেকে সন্ধে প্রকৃতির বুকে উপহার দেয় প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্ত। অপেক্ষা আবার আগামী বছরের।

সম্মোহনী শরীরী অভিনয়ে মুগ্ধতা

অভিনয়ের সম্মোহনী ক্ষমতা কত গভীর হতে পারে, সেই সন্ধ্যায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। একঘর দর্শক নৈঃশব্দ্যকে সঙ্গী করে জাদুকাঠির ছোঁয়ায় যেন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিলেন নাট্য সায়রে। যাত্রা শেষ হবার পর অনুভবের এক অনন্য আস্বাদনে তৃপ্ত তখন সবাই। ঘোর লাগা হৃদয়ে সবার মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে একটাই প্রশ্ন-এমনটাও সম্ভব! অন্তরঙ্গ থিয়েটার কোন মন্ত্রবলে ঘটাল এ কাণ্ড!

১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যদল কসবা অর্ঘ্য হাজির হয়েছিল তাদের দুটি অন্তরঙ্গ প্রযোজনা যথাক্রমে 'নারী ও নাগিনী' এবং 'ম্যাকবেথ বাদ্য' নিয়ে। ওপরের কথাগুলো সেই সূত্রেই বলা। অনেকদিন থেকেই আমরা অন্তরঙ্গ নাট্যের কথা শুনে আসছি। এই শহরে এবং অন্যত্রও অন্তরঙ্গ নাটক করা বা দেখার অভিজ্ঞতাও আছে অনেকেরই। তবে এই অন্তরঙ্গ নাট্য'র জোর ঠিক কোথায় বা কতটা গভীর তা নিয়ে বিতর্ক বিস্তর। কসবা অর্ঘ্য সেই বিতর্ক নিরসনে প্রয়োজনীয় রসদ জুগিয়ে গেল।

প্রথম নাটক নারী ও নাগিনী ২২ মিনিটের একক উপস্থাপনা। মূল গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই গল্পটিকেই অভিনয়ের আঙ্গিকে প্রদর্শন করলেন অভিনেতা। একটি উঁচু আসনের উপর বিশেষ ভঙ্গিতে বসেই পুরো গল্পটি অভিনয় করলেন তিনি। প্রায় নিরাভরণ মঞ্চ, সামান্য পোশাক, সামান্য অঙ্গসজ্জা, সামান্য আলোকে সঙ্গী করে পরিচালক তাঁর কপালে লাল তিলক টানতেই যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটল ভিসুভিয়াসের। শরীরী ভাষায় জেগে উঠল এক সাপুড়ে। অনন্য বাচিক অ-উচ্চারণে ঘরের বাতাস ম-ম করছে তখন। স্বরান্তরের দক্ষতায়,

অভিব্যক্তির পরিবর্তনে, নানা বিভঙ্গের অঙ্গ সঞ্চালনায় দর্শকের দৃষ্টি সরছে না তাঁর ওপর থেকে। আর অভিনেতার জ্বলজ্বলে চোখ দুটি যেন নিয়ন্ত্রক হয়ে সারাক্ষণ শাসন করল দর্শকমণ্ডলীকে। অবিস্মরণীয় অনুভব। কল্পিত সাপ হাতে নিয়ে যখন তাপস মানে অভিনেতা তাপস চট্টোপাধ্যায় সংলাপ উচ্চারণ করছেন, কে বলবে যে তাঁর হাতে সাপ নেই। এমন অমোঘ সে অভিনয়। সাবাস তাপস, সাবাস পরিচালক মণীশ মিত্র। এমন সমৃদ্ধ প্রযোজনা উপহার দেওয়ার জন্য।

ওই সন্ধ্যার দ্বিতীয় নাটক ছিল ম্যাকবেথ বাদ্য। চমকে উঠলেন দর্শক যখন পরিচালক দর্শকদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। চোখ বন্ধ অবস্থায় দর্শক শুনছেন পরিচালক বলছেন, আপনারা শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ কোনও না কোনওভাবে জানেন সবাই। বই পড়ে, ইংরেজি সিনেমা দেখে, গল্প শুনে বা নিদেন বলিউডের মকবুল দেখে। এবার বলুন একটা শব্দ, ম্যাকবেথ সূত্রে যা প্রযোজ্য? দর্শক বলা শুরু করল ক্ষমতা, রক্ত, হত্যা, ষড়যন্ত্র, উত্তেজনা, যুদ্ধের মতো নানা শব্দ। পরিচালক সবার কথায় সায় দিতে দিতে একসময় চিৎকার করে বললেন, পাওয়ার-পাওয়ার-পাওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। মঞ্চে বিশেষ বিভঙ্গে দৃশ্যমান হলেন অভিনেতা ঐশিক রায়চৌধুরী। পড়নে একটুকরো লাল কাপড়, নীচে টাইট ব্ল্যাক শর্টস।

শুরু হয়ে গেল ঐশিকের শরীর বেয়ে ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ, ডানকানের নির্বাক উপস্থিতি। চরিত্রগুলোর বিভিন্ন আবেগ ফুটে উঠতে লাগল অভিনেতার দেহপটে। উচ্চারণে মাঝেমধ্যে শুধু যুদ্ধ, হত্যা, ষড়যন্ত্র, এমনতর কিছু শব্দ বা শেক্সপিয়রের ফাউল ইজ ফেয়ার-ফেয়ার ইজ ফাউল-এর মতো কিছু বাক্য। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠা পেল গোটা ম্যাকবেথের নির্যাস। শুধুমাত্র শরীরের ভাঙচুর আর অভিব্যক্তিকে সম্বল করে যে ম্যাজিক ঘটানো যায়, না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। অভিনেতার শক্তি এবং দম তারিফ করার মতো। অনুশীলন কোন মাত্রায় পৌঁছোলে টানা প্রায় ৪০ মিনিট ধরে লাগাতার শরীরী বিস্ফোরণ

ঘটানো সম্ভব তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে রইলেন ঐশিক। ম্যাকবেথ থেকে লেডি ম্যাকবেথে রূপান্তরের যে সাবলীলতা বা লেডির চলনে-চাহুনিতে যে দক্ষতা ও প্রদর্শন করলেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রসঙ্গত বলি, ঐশিকের চোখ দুটি কথা বলে গেল, গোটা নাট্যে তাই বোধ হয় সংলাপের অভাব বোঝা গেল না।

পরিশেষে, পরিচালক মণীশ মিত্রকে এটাই বলার, শিলিগুড়ির দর্শক নাটক দুটো দেখে উদ্বেলিত, উজ্জীবিত। পরিচালকের প্রতি কুর্নিশ রইল এই প্রতিবেদকের। দক্ষ কান্ডারি হয়ে ধারাবাহিকভাবে নবপ্রজন্মকে নিয়ে মণীশের এগিয়ে চলার প্রতি লক্ষ রাখছি আমরা। আগামীতে আরও বহুবার বিস্মিত হবার প্রতীক্ষায় রইল শিলিগুড়ির দর্শক। *-পার্থ চৌধুরী*

সাহিত্যসভায় চাঁদের হাট

ইন্ডোলজির চতুর্থ সাহিত্যসভাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি চাঁদের হাট বসল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি অরুণ চক্রবর্তী। দেবু তিখাত্রীর স্যাক্সোফোনের হিন্দি গানের সুরে অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পায়। প্রকাশিত হয় ইন্ডোলজি ইংরেজি ম্যাগাজিনের নবম সংখ্যা। পাশাপাশি প্রকাশিত হয় বিনয় লাহার লেখা 'প্রাইভেট স্কুল ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দেয়ার টিচার্স' বইটি। তাঁরই যুগ্ম সম্পাদনায় 'দি স্পেস' নামের একটি কবিতা সংকলনের বই প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণশংকর আচার্যের একটি বইয়েরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ ইংলিশ অ্যাকাডেমি সম্পাদিত বই 'কনটেম্পরারি ইংলিশ পোয়েটস' শীর্ষক বইটি প্রকাশ করেন কবি অমিত পাল, সৌভিক দাস ও অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি কবি অরুণ চক্রবর্তী। বাংলা ম্যাগাজিন 'তুষকুটি'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। কবি কৌশিক দে সরকার ও বিনয় লাহার সঞ্চালনা মনে ছাপ ফেলে। ইন্ডোলজি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় কবি ব্রজকুমার সরকার, সমিধ বিশ্বাসের হাতে। অসমের কবি দামোদর বড়ুয়া অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর নামও পুরস্কারের জন্য ঘোষণা করা হয়। তুষকুটি ম্যাগাজিনের তরফে বর্ষীয়ান ছড়াকার তুহিনকুমার চন্দ ও ইতিহাসবিদ ডঃ বৃন্দাবন ঘোষকে লাইফটাইম এ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার দেওয়া হয়। দুর্গাপুর শহর থেকে কবি ব্রজকুমার সরকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার বই 'সিলেবল অফ ব্রোকেন সাইলেন্স' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। চাকদার সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিধ বিশ্বাস পুরস্কার পেয়েছেন সেরা বেসরকারি শিক্ষক তালিকায়। কবি তাপসী লাহার 'অ্যান অ্যাড্রেস অফ স্ট্রম' পাঠ হৃদয়গ্রাহী। কৌশিক পালের বাঁশির সুরে মজে ওঠেন সকলে। ডঃ রতন ঘোষের সমাপ্তি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে ইতি। *-শুভ্রজিৎ বিশ্বাস*

মৃত্যুটা সন্দেহজনক

শীত মানেই থিয়েটার। নাট্যকর্মীদের দিলখুশের মরশুম। ১৯ ডিসেম্বর রাতে কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতনে সুরজিৎ ঘোষের পরিচালনায় কুশমণ্ডির দিনাজপুর কৃষ্টির প্রযোজনা 'মৃত্যুটা সন্দেহজনক' মঞ্চস্থ হল। কেমন হল? বিশ্লেষণে **সুকুমার বাড়ৈ**

১৮ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর চারদিনের উৎসব। কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, কুশমণ্ডির সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ হাজির হয়েছিলেন সুচেতা কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় সংগীত-নাটক উৎসবে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর অমর শহিদদের স্মৃতিতে এই আয়োজন। তবে ১৯ ডিসেম্বর রাতে কুশমণ্ডির দিনাজপুর কৃষ্টির প্রযোজনা 'মৃত্যুটা সন্দেহজনক' আলাদাভাবে উল্লেখ্য।

আলো-আঁধারি মঞ্চে শুরুতে প্রোজেক্টরে

রহস্য ঘনীভূত। কালিয়াগঞ্জ নজমু নাট্য নিকেতনে নাটক তখন চরমে।

স্মৃতিছবির দৃশ্য। কোল ইন্ডিয়ায় উচ্চপদে কর্মরত শতদল চক্রবর্তীর স্মৃতিপটে ভাসছে দাম্পত্য জীবনের নানা কথা। বিয়ের দেড় বছর পর থেকে স্ত্রী ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত। দীর্ঘ একাকিত্বের জ্বালা সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শতদলকে। একদিন বিকেলে শতদল ও তাঁর শ্যালিকা মাধবী মিত্র ছোটনাগপুর হিল রেঞ্জের মিশন হাসপাতালে শতদলের স্ত্রী মিনতিকে দেখতে যায়। পরে একটা ভাঙাচোরা হোটেলে আশ্রয় নেয়। দুজনের কথাবার্তায় শতদলের প্রতি মাধবীর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। লোকলজ্জা, মূল্যবোধ, আত্মসম্মানের জন্য শতদল মাধবীকে ভালোবাসলেও তা বলতে পারেনি এতদিন। একটা চরম সময়ে এসে মাধবীর কাছে ধরা দেয় শতদল। শতদল স্বীকার করে যে জীবনের কোনও মুহূর্তের মধ্যেই সে আর তার স্ত্রীকে খুঁজে পায় না। একটা সময় তারা ঘনিষ্ঠ হয়। ঘনিষ্ঠতার একটু পরে মাধবীর মনে হয় সে তার দিদি মিনতির স্থিত সামগ্রীকে চুরি করছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মাধবী। শতদলকেও ভাবায়, তাহলে কি সে পাপ করছে? উত্তর পায় না কোনও।

লোডশেডিংয়ের অন্তরালে বিবেক-শতদল প্রবেশ করে নাটকে। সহজাত ভঙ্গিমায় বিবেক খোঁচা মারতে থাকে শতদলকে। মনে করিয়ে দিতে চায়, হাসপাতালে স্ত্রী মিনতি রয়েছে। যদি সে মাধবীকে ভালবাসতে চায় তাহলে হাসপাতালে মিনতিকে মেরে ফেলতে হবে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে জেরবার হয় শতদল। এ যেন শুধু ওদের কথা নয়। সমাজের কথা। অনেকের কথা।

নাটকের মুহূর্তগুলো অভিনয়ের মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা। আলো প্রক্ষেপণ আর আবহের যথাযথ প্রয়োগ নাটককে আরও মোহকর করে তোলে। বিবেককে শতদল প্রশ্ন করে এতকাল তুমি কোথায় ছিলে? শতদলের শতকষ্টের মধ্যেও বিবেক আসেনি কেন? একসময় দেখা যায়, খাবার টেবিলের কাঁটাচামচ নিয়ে বিবেককে খুন করতে চায় কিন্তু পারে না। কারণ বিবেককে খুন করা যায় না। সে অবচেতন মনে জেগে থাকে সবসময়। এদিকে পরদিন সকালে পুলিশ আসে হোটেলে। ইনস্পেকটর জানান, আগের রাতে মিনতি অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কোনও সুইসাইড নোট লিখে যাননি। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে মৃত্যুটা সন্দেহজনক। তাঁরা শতদল এবং মাধবীকে থানায় ডেকে পাঠান। কনস্টেবল এসে শতদলের হাত ধরেন। শতদল দেখে বিবেক কনস্টেবল হয়ে এসেছে। বিবেকের তাড়নায় ভেঙে পড়ে শতদল। বিরতিবিহীন নাটক দেখে সকলের চোখে মুগ্ধতার ছাপ।

এ নাটকের কাহিনী লিখেছেন বিমল কর আর ভাব ও ভাষা রূপান্তর করেছেন সুরজিৎ ঘোষ। অসাধারণ আলোর কাজ করেছেন সৌমেন চক্রবর্তী আর আবহে অনিন্দ্য নন্দী। কোরিওগ্রাফিতে রয়েছেন সংগ্রামী ভট্টাচার্য এবং দৃশ্যধারণে আছেন অনিকেত দাস। শতদল চক্রবর্তীর ভূমিকায় সুরজিৎ ঘোষ এবং মাধবীর ভূমিকায় পত্রাবলী চক্রবর্তীর অভিনয়ে ধরা দেয় পেশাদারিত্বের ছোঁয়া। হোটেলের কেয়ার টেকারের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে দর্শক নন্দিত হন সংগ্রাম দাস। ২০ ডিসেম্বর রাতে আয়োজক সংস্থার উদ্যোগে পরিবেশিত হয় 'লখীন্দর' নামক নাটক। শেষদিন ২১ ডিসেম্বর রাতে ছিল ওড়িশার সোনাপুরের নাট্যচক্রের পরিবেশনা 'ধুরকুনী'।

ফের সাহিত্যসভা ফুলেশ্বরী নন্দিনীর

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী নন্দিনী এখন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও এই সংগঠন অনলাইনের মাধ্যমে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা নিয়মিত করে আসছে। সংগঠনের বাৎসরিক দ্বাদশতম সাহিত্য পত্রিকা 'ফুলেশ্বরী নন্দিনী' এবং জনপ্রিয় শিশু-কিশোর পত্রিকা 'ডাংগুলি'র দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রায় দুই বছর পর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ফুলেশ্বরী নন্দিনীর অফলাইন সাহিত্যসভা শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির ভিবজিওর ক্লাবে। প্রথম পর্বে ছিল কবিতা,গল্প পাঠ ও গান। দ্বিতীয় পর্বে ছিল মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। প্রথমে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সংস্থার সভাপতি সুহাস বসু স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ফুলেশ্বরী নন্দিনীর সদস্য ছাড়াও অন্য অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর নিবাসী সচেতনা পত্রিকার সম্পাদক কবি প্রদীপকুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসুদেব ভট্টাচার্য, শোভনা দে, রত্না চক্রবর্তী, অভ্রনীলয় বসু, রোমেনা দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবি শ্যামলী সেনগুপ্তের ওড়িয়া ভাষা থেকে বাংলায় একটি অনুবাদকাব্য 'প্রিয়তমা'-র মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক নীতীশ বসু। কবি মৌসুমি মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ 'রাঙতা কুচির ভোর'-এর মোড়কও উন্মোচন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিজন চক্রবর্তী। সবশেষে সদ্য প্রয়াত কবি তথা ফুলেশ্বরী নন্দিনীর সদস্য জ্যোৎস্না সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। *-রুবাইয়া জুঁই*

বিয়ের গান

আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি সুর গেঁথেছি। আমি চলতে পথে পথে তোমায় পেয়েছি। বলছেন, বিট্টু রায়। শিলিগুড়ির ব্যান্ডের জগতে পরিচিত বিট্টু রায় এই গান বেঁধেই জীবনসঙ্গী প্রিয়া দামের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন। হবু বউকে বরের উপহার, অভিনব এক প্রি-ওয়েডিং ভিডিও শুট। 'গোধূলি লাল' এই ভিডিওর শুট হয়েছে গজলডোবা, বোঁদাগঞ্জ সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায়। বলাই বাহুল্য, ভিডিওয় গাওয়া গান বিট্টুরই। ভিডিও শুটিংয়ের পরিচালনায় রাহুল বিশ্বাস, সিনেমাটোগ্রাফার আকাশ সরকার। মেকআপে অদিতি দেবনাথ। ইউটিউবে প্রকাশ পাওয়া এই ভিডিও ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। *-শিঞ্জন বিশ্বাস*

কমলিনী এবং

ছাত্র জীবন জলপাইগুড়িতে কাটানো মৃণাল সেনের নাতনি মালবিকা মিত্র জলপাইগুড়ির প্রেক্ষাপটকে ঘিরে একটি গল্পের বই লিখে ফেলেছেন। ছোটবেলা থেকে জলপাইগুড়িকে দেখার পাশাপাশি নানা ঘটনাপ্রবাহ 'কমলিনী এবং' নামে এই গল্পের বইয়ে উঠে এসেছে। বইটি পাঠকমহলে ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসিত হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের কথায়, 'জলপাইগুড়ি যাঁদের মননে, এই বইটি তাঁদের খুবই ভালো লাগবে।'। *-জ্যোতি সরকার*

তারিণীদা আজও আছেন

অনিল-স্মরণ। ধূপগুড়িতে অধিকারী লোকনাট্য সংস্থার অনুষ্ঠানে।

প্রতিনিয়ত পাতা উলটে চলা এই সময় পাতায় প্রতিদিন হারিয়ে যায় কত নাম। কেউ হারিয়ে যায় আর কেউ আবার স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে সময়ের সমুদ্রে। ধূপগুড়ি তথা ডুয়ার্সের সংস্কৃতি বলয়ে প্রয়াত অনিল অধিকারী এমনই একটি নাম। গত ১৬ অক্টোবর ৭৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর নশ্বর শরীর ছেড়ে গেলেও তাঁর সৃষ্টি চির অমর হয়ে থাকবে অগণিত অনুরাগীর কাছে। সম্প্রতি অনিলকে তাঁরই রচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করেন তাঁর তৈরি অধিকারী লোকনাট্য সংস্থার সংস্কৃতিকর্মীরা। তারিণীদা নামে পরিচিত এই মানুষটি পেশাগত জীবনে ছিলেন গ্রন্থাগারিক। সেই সুবাদেই বইয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর নিত্য বেঁচে থাকা। বামপন্থী সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগ পাঁচ দশকের। অসংখ্য ভাওয়াইয়া গান, যাত্রাপালা, সচেতনতামূলক নাটক, নৃত্যালেখ্য তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। নাট্য অভিনেতা এবং পরিচালক মঞ্চে তাঁর বলিষ্ঠ উপস্থিতি আজও প্রশংসিত হয়। ১৯৯৫ সালে প্রান্তিক সংস্কৃতিকর্মীদের একজোট করে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর অধিকারী লোকনাট্য সংস্থা। ধূপগুড়ি কালচারাল লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় তারিণীবাবুর নিজের তৈরি সংস্থা সারাদিনব্যাপী স্মরণ অনুষ্ঠান করে, যেখানে অংশ নেন নামী ভাওয়াইয়াশিল্পী থেকে নাট্যকার, কবি, আবৃত্তিশিল্পী এবং প্রয়াত শিল্পীর পরিবারের সদস্যরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা অধিকারী। শিল্পীর স্মৃতিচারণ করেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী দীপেন দে। লোকগীতি এবং ভাওয়াইয়া গানের মাধ্যমে প্রিয় তারিণীদা-কে শ্রদ্ধা জানান নামী শিল্পী সোনামণি জেসমিন, সুমিত্রা রায়, যশোদা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষ হয় প্রয়াত অনিল অধিকারী রচিত এবং নির্দেশিত নাটক 'নয়া আলোর দিশা' পরিবেশনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অনিল অধিকারী স্মারক।

আয়োজকদের পক্ষে উৎপল চৌধুরী বলেন, 'অনিল অধিকারী থেকে সকলের প্রিয় তারিণীদা হয়ে ওঠার পেছনে ছিল মানুষটার নির্লোভ সরলতা, সহজ ও সাবলীল ভাষায় পরিবেশন দক্ষতা এবং একজন সত্যিকারের নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রাম-গ্রামান্তরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাদের খুজে বের করে তাঁদের মঞ্চে সকলের সামনে তুলে ধরার কঠিন কাজটা তিনি আজীবন করে গিয়েছেন। অনিল অধিকারী এভাবেই অমর হয়ে থাকবেন তাঁর সৃষ্টি ও গুণমুগ্ধদের মাধ্যমে। *-সপ্তর্ষি সরকার*

দুই গবেষকের নতুন বই

সম্প্রতি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক শুভময় দত্ত-র লেখা গ্রন্থ 'উপনিবেশায়ন থেকে বাণিজ্যায়ন : উত্তরবঙ্গ' এবং কৃশানু দাশ চৌধুরী-র লেখা 'উত্তরবঙ্গ : অর্থনৈতিক উত্তরণ' নামে দুটি বইয়ের আবরণ উন্মোচিত হয় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে। আবরণ উন্মোচন করেন মাননীয় উপচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, কলাবিদ্যা অনুষদের অধ্যক্ষ মাধবচন্দ্র অধিকারী, বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ প্রবীরকুমার হালদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর, অধ্যাপক দীপান্বিতা দাশগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক শুভময় দত্ত ও কৃশানু দাশ চৌধুরী। উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দুই গবেষকের বইপ্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত করল।' ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বই রচনার জন্য লেখকদের অভিনন্দন জানাই।' কলাবিদ্যা অনুষদের অধ্যক্ষ মাধবচন্দ্র অধিকারী গ্রন্থের গঠনমূলক আলোচনা করে গবেষকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর ও অধ্যাপিকা দীপান্বিতা দাশগুপ্ত প্রকাশিত দুটি বই সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উত্তম ঘোষ। *-মানবেন্দ্র দাস*